Subject: Sociology

Semester IV Generic Elective/DSC 04
Methods of Sociological Enquiry

Unit: 2 : Methodological Perspectives

Sreyasree Dey

এথনোগ্রাফি পদ্ধতি সম্পর্কে যা জান লেখ ?

অথবা

সামাজিক গবেষণায় এথনোগ্রাফির ভূমিকা আলোচনা কর ?

প্রাকৃতিক পরিবেশ (natural setting) বা ক্ষেত্রে (field) যখন মানুষকে নিঁয়ে গবেষণা করা হয়, তখন সেই পদ্ধতিকে এথনোগ্রাফি (Ethnography) বলা হয়। গবেষক এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণ করে। পদ্ধতিবিদ্যার যথাযথ প্রয়োগ করে গবেষণা পরিস্থিতির সামাজিক অর্থ অন্বেষণ করাই গবেষকের উদ্দেশ্য হয়। গবেষণা পরিস্থিতির যথাযথ অর্থ যদি সন্ধান না পাওয়া যায়, তবে বাধ্য হয়ে বাহ্যিকভাবে 'অর্থ' (meaning) কে প্রয়োগ করতে হয়। পদ্ধতিগত দিক থেকে এথনোগ্রাফির ক্ষেত্রে ক্ষেত্র গবেষণা বা অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ (participant observation) এর সাহায্য নেওয়া হয়। এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় গবেষক এককভাবে এক বছর বা আরো বেশি দিন যাদের নিয়ে গবেষণা, তাদের সঙ্গে থাকেন। তাই এথনোগ্রাফি প্রকৃতপক্ষে মানুষের চিত্র 'a portrait of people'। এথনোগ্রাফি একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির লিখিত বিবরণ। এখানে ক্ষেত্র গবেষণা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ওপর নির্ভর করে একটি সাংস্কৃতিক চিত্রকে তুলে ধরা হয়। তাই প্রথা, বিশ্বাস ও আচরণ এর অন্তর্গত হয়।

এথনোগ্রাফির প্রেক্ষাপট বিচার করলে দেখা যায় নৃতত্ত্ব (anthropology) থেকেই এই পদ্ধতিবিদ্যার উদ্ভব। পরবর্তী সময়ে সমাজতত্ত্বে এই পদ্ধতিবিদ্যার ব্যবহার শুরু হয়। সমাজতত্ত্বে এথনোগ্রাফিতে সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া, মৌখিক ও অমৌখিক আচরণকে নিয়ে আলোচনা করা হয়। ঐতিহাসিক ক্ষেত্র বিচার করে বলা যায়, ম্যালিনস্কির সময় থেকে এক ধরণের পদ্ধতিবিদ্যাগত পরিবর্তন দেখা গেল। তখন থেকে গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা শুরু হল। 'সুপ্ত' (hidden) বিষয়কে অন্বেষণ করা উদ্দেশ্য হিসাবে গণ্য করা হতে থাকল। বিংশ শতকের শুরু থেকে দুটি পৃথক বৌদ্ধিক ধারা (intellectual trends) এক্ষেত্রে নির্দেশ করা যায়—একটি ধারা